বিবেকানন্দ কলেজ

ঠাকুরপুকুর

কোলকাতা-৭০০০৬৩

ন্যাক এক্রিডিয়েটেড 'এ' গ্রেড

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (সাম্মানিক)

প্রস্তুতকারী :- অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ

(পাঠে

্যাপকরণ)

বি.এন.জি.-এ -সি.সি.-২
মডিউল- ০৩
প্রস্তুতকারী : - নবকিশোর চন্দ

-:বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা :-

লর্ড ওয়েলেসলির উদোগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত ,উর্দূ ও ফারসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।বাইবেলের অনুবাদ করে কেরী সে সময়ে শাসক মহলে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলে তাঁকে এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করা হয়।বিদেশীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থের অত্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করলেন।এই প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেন।পাশাপাশি দেশীয় পন্ডিত মুন্সীদের-ও গদ্য গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করলেন। দেশীয় পন্ডিত মুন্সীরাও এগিয়ে এলেন।এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুজন পন্ডিত-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি এবং সহকারী হিসেবে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়,আনন্দচন্দ্র,রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়,কাশীনাথ ও রামরাম বসু প্রমুখ নিযুক্ত হলেন।এঁদের প্রচেষ্টাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাতরূপে গদ্য পাঠ্যপুস্তকের সূত্রপাত ঘটে।
বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর আবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।প্রসঙ্গত উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহকারী পন্ডীত মুন্সীদের রচিত গদ্যগ্রন্থের একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে -

১) উইলিয়াম কেরী - কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮০২) ।
২) রামরাম বসু - রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২) ।
৩) গোলোকনাথ শর্মা - হিতোপদেশ (১৮০২) ।
৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার - বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২),হিতোপদেশ (১৮০৮০),রাজাবলি (১৮০৮),প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা ১৮১৩,প্রকাস ১৮৩৩) ।
৫)তারিণীচরণ মিত্র - ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট : ঈশপস ফেবলস-এর আনুবাদ (১৮০৩) ।
৬)রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় - মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫) ।
৭)চন্ডীচরন মুন্সী - তুতিনামা ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ - তোতা ইতিহাস ৯১৮০৫) ।
৮)রামকিশোর তর্কচুড়ামণি - হিতোপদেশ (১৮০৮) ।
৯)হরপ্রসাদ রায় - পুরুষপরীক্ষা : বিদ্যাপতির এই নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ (১৮১৫) ।
১০)কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন -পদার্থ তত্ত্বকৌমুদী (১৮২১), আত্মতত্ত্বকৌমুদী (১৮২২) ।
উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী ,রামরাম বসু , মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন ।এঁদের প্রচেষ্ট ও রচনা বাংলা গদ্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল ।

উইলিয়াম কেরী :-

উইলিয়াম কেরী বাঙালী সমাজে প্রচলিত পুরাণ ও কিংবদন্তী থেকে প্রপ্ত গল্প কাহিনীগুলোকে বাংলা ভাষায় সিভিলিয়ান ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করেছেন । তাঁর ‘কথোপকথন’কথ্য ঢং -এ লেখা ।‘ইতিহাসমালা’ আবার

প্রাঞ্জল সাধু গদ্যে লেখা ।গ্রন্থটির অনেক গল্প সাধারণ লোকেদের মুখ থেকে শুনে লেখা । মোট গল্পসংখ্যা প্রয় দেড়শ । সুকুমার সেন মনে করেন - বাংলা সাহিত্যে প্রথম গল্পের বইয়ের মর্যাদা 'ইতিহাসমালা'র-ই প্রাপ্য ।তাঁর মতে ব-ইটি যথার্থ সমাদর পেলে বাংলা গল্প-উপন্যাসের উদ্ভব আরো আগেই সম্ভবপর হতে পারতো।

রামরাম বসু :-

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে রামরাম বসু সর্বাগ্রগণ্য । বাঙালীদের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ' প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করছিল । গ্রন্থটির ঐতিহাসিক ঘটনা ও বর্ণনার প্রথম লেখক হিসেবে তিনি যথার্থই কৃতিত্বের অধিকারী । কিন্তু গ্রন্থটির অন্বয় অত্যন্ত বিশৃঙ্খল আর কারণে-অকারণে অজস্র আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার গ্রন্থটির মারাত্মক ত্রুটি । তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'লিপিমালা' । গ্রন্থটির ভুমিকায় বলা হয়েছে -'দেশি ভাষা ও আচরণাদিতে বিদেশি শাসকগনকে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্যই গ্রন্থটির উৎপত্তি ।' বইটি আসলে কিছু সংখ্যক আদর্শ পত্র রচনার নিদর্শন । বাংলা গদ্যভাষার সুষ্ঠু অন্বয়রীতি এখানে আবিষ্কৃত না হলেও শব্দের প্রয়োগ প্রাঞ্জলতর হয়েছে ।ফলে বাংলা গদ্য ক্রমশ আড়ষ্টতা মুক্ত হতে থাকে । এবং বাংলা গদ্যের একটা নিজস্ব রূপ গড়ে উঠতে থাকে । ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত সাহিত্যিক বাংলা গদ্য হিসেবে পূর্ণরূপ অর্জন না করলেও সৃষ্টিলগ্নের গদ্য ভাষাকে তিনি একটা আদর্শ আকৃতি দিয়েছিলেন ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার :-

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার । তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে তাঁর বিচিত্রগামী মননশক্তির পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর গদ্যভাষায় বিষয়োপযোগী প্রয়োগ দক্ষতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । কথ্য ও সাধু উভয় রীতিতেই মৃত্যুঞ্জয় রচনা - কুশলতা দেখিয়েছেন । তবে তাঁর রচনা সেযুগের রচনারীতির সাধারণ দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয় । জায়গায় জায়গায় সংস্কৃতানুসারী হওয়ার জন্য ভাষাও সর্বত্র সুগম নয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই উল্লেখযোগ্য গদ্যশিল্পী । মৃত্যুঞ্জয়-এর ক্লাসিক ও সাধু গদ্যরীতিই বিদ্যাসাগরের হাত ধরে অধিকতর সুষ্ঠ শিল্পরূপ লাভ করেছিল । মৃত্যুঞ্জয় -এর প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন '(১৮০২),ও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) -দুটোই অনুবাদ গ্রন্থ- কাহিনীর পরিবেশন সহজ ও মনোরম ।'রাজাবলী' (১৮০৮)-ইতিহাস গ্রন্থ । এটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা । অন্বয় গঠনে কিছুটা দুরূহতা থাকলেও প্রকাশভঙ্গী মোটামুটি প্রাঞ্জল ।তাঁর বিশ্বকোষজাতীয় রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা ' (১৮১৩) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রজ্ঞা মনীষা ও পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করে । মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষারীতি কোন কোন সময়ে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করায় ।তাঁর রচিত গদ্যরীতির উদাহরণ-

ক)**সাধু :-** 'দন্ডকারণ্যে প্রচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন ।'

খ) **সাধারণ :-** ' মোরা চাষ করিব,ফসল পাবো,রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই আছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপুলেগুলি পুষিব।শাকভাত যেদিন পেট ভরিয়া খাই সেদিন তো জন্মতিথি ।'

অন্যান্য লেখকগোষ্ঠী:-

কেরী,রামরাম বসু,মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যুক্ত আরো অনেকে বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে চন্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস 'ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । এছাড়া রাজীবলোচনের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং '(১৮০৫) -এর গদ্য গঠনভঙ্গী তদানীন্তন বিচার অন্যান্য রচনার তুলনায় অনেক সরল ছিল ।আবার কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ তত্ত্বকৌমুদী '(১৮২১) ও 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী '(১৮২২) ছিল ঠিক এর বিপরীত । গোলোকনাথ শর্মার - 'হিতোপদেশ' (১৮০২) ও

হরপ্রসাদ রায় - 'পুরুষপরীক্ষা' : বিদ্যাপতির এই নামের সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে (১৮১৫) রচনার গঠনরীতিতে কোন সাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ।রামকিশোর তর্কচুড়ামণি - 'হিতোপদেশ' (১৮০৮)-এর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

সবশেষে মনে রাখা প্রয়োজন এঁরা অতর্কিতভাবে বিদেশীদের গদ্যভাষায় শিক্ষাদানের জন্য গদ্যগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন । ফলে লেখকের স্বাধীনতা উদ্দেশ্য দ্বারা গন্ডীবদ্ধ ছিল । তা সত্বেও বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশে এঁরা যে অবদান রেখেছিলেন ,তা হল -

১)বাংলা গদ্যের জড়তামুক্তি এঁদের হাতেই ঘটেছিল । কেরী - রামরাম - মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখের হাত ধরেই বাংলা গদ্যের মুক্তি ঘটে বিদ্যাসাগরে ।
২)ইতিহাস ও গলপরচনায় এঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ।
৩)পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও এঁরা সফল ।
৪)অনুবাদ সাহিত্যেও এঁরা পান্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন ।

সুতরাং একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে ,ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর হাতেই বাংলা গদ্যের বন্ধনমুক্তি ঘটে,বাংলা সাহিত্যে নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়,বাংলা গদ্যরীতির ক্রমোন্মেষ সূচিত হয় ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১)বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-সুকুমার সেন (২য় খন্ড),আনন্দ পাবলিসার্স
২) বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস - সজনীকান্ত দাস
৩)বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
৪)বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫)বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা - ভূদেব চৌধুরী(২য় খন্ড)

অনুশীলনী:-

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর , (প্রশ্নমান-১/২) :-

১) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় কবে স্থাপিত হয় ?
২) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন ?
উ;-রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউন ।
৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগ কবে খোলা হয় ?
উ;-১৯০১ খ্রীঃ ।
৪)উইলিয়াম কেরি কার কাছে বাংলা শিক্ষা করে ছিলেন ?
উঃ- রামরাম বসু ।
৫)ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের মধ্যে প্রধান তিনজনের নাম লেখ ?
৬)বাংলা গদ্যের সুতিকাগার বলা হয় কোন কলেজকে ?
৭)ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা,সংস্কৃত ও মারাঠি বিভাগের প্রধান কে ছিলেন ?(২)
উঃ-কেরী

৮)কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে কেন ফৌর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ?(২)

৯)কাকে কেন কেরী সাহেবের মুন্সী বলা হয় ? (২)
উ:- রামরাম বসুকে ।এঁর কাছে কেরী বাংলা শিখেছিলেন বলে ।
১০)কোন উদ্দেশ্যে ফৌর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ?

***এছাড়াও গ্রন্থগুলোর নাম, লেখকের নাম ও রচনাকাল ধরে প্রশ্ন হতে পারে । যেমন-হিতোপদেশ কার রচনা ,কবে প্রকাশিত হয় ।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ,(প্রশ্নমান-১০) :-

১)বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা আলোচনা কর ।